সেলিন হোসেনের '... গ্রেনেড'
ও
রবার্ট কর্মিয়ের এর '... ডেথ'

দিলরুবা শাহানা

মানুষ চাইলেই ইচ্ছেমত কোন কাজ শুরু করতে পারেনা। কোনকাজ করতে হলে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকতে হয় বা থাকা দরকার। যে কোন কাজের পূর্বশর্ত কিছু হলেও আছে। শুধু একটি কাজ, হ্যা শুধু একটি কাজের জন্যই কোন যোগ্যতা লাগেনা। কাজটি কি জানার অপার কৌতূহল নিশ্চয়ই সবার। এবং তাই হওয়াই স্বাভাবিক। কাজটি হচ্ছে ভালবাসা। হ্যা ভালবাসা দেবার জন্য বা ভালবাসবার জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হয়না। শিশির ভালবাসবো কি অঝোর ধারার বৃষ্টি ভালবাসবো সে জন্য কবি হতে হবেনা। কাস্তে হাতুড়ির ক্লান্ত শ্বাস শুনার জন্য কৃষকমজুর হতে হবে কি? না মনে হয়। তবে ঐ ক্লান্ত শ্বাস বা ক্রন্দন শুনার জন্য ভালবেসে কান পাততে হবে। ভালবেসে কাহিনী বুনা যায়। শেক্সপিয়ার কথিত অভিজাত বা রাজরাজরাদের কেউ একজন ছিলেননা। তারপরেও অভিজাতদের কাহিনী বলে গেছেন অনায়াসে, অসাধারন কুশলতায়। বোধহয় ভালবেসে ওদের সুখদুঃখ, হিংসাউদারতা, ঘৃনাভালবাসা বুঝতে চেয়েছেন। তবে এখনো পর্যন্ত ইংরেজরা অনেকেই সন্দিহান যে এসব শেক্সপিয়ারই লিখেছেন নাকি আর কেউ।

কেন এই ভূমিকার অবতারনা করছি, কারন যে কাজটি করতে যাচ্ছি তাতে যোগ্যতা আছে বলে করছি তা নয়। ভালবাসি তাই করছি। টলষ্টয় একটি কথা বলেছিলেন 'যা কিছু বুঝি ভালবাসি বলে বুঝি'। টলষ্টয়ের মত অতোবড় স্পর্ধার বাক্য উচ্চারণ সাধারনকে মানায়না। আর ভালবাসলেই যে টলষ্টয়ের মত সবাই সবকিছু বুঝে নেয় তাও সবসময় ঠিক নয়। তবুও বলবো ভালবাসি তাই সেলিনা হোসেন ও রবার্ট কর্মিয়ের সৃষ্ট উপন্যাস সম্বন্ধে সামান্য কিছু কথা বলার এই দুঃসাহস করছি। এটি তুলনামূলক আলোচনা নয় গুধুমাত্র ঘটনার বিবৃতি। বিচারের ভার পাঠকের।

সেলিনা হোসেন স্বনামধন্য লেখিকা। তাঁর পরিচিতি দেশ পেরিয়ে বাইরেও ব্যপ্ত। শুধু এশিয়াতে নয় শুনা যায় সেলিনা হোসেনের সৃষ্ঠ সাহিত্যকর্ম এখন আমেরিকার মত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়েও সাহিত্যপাঠে অন্তর্ভুক্ত।

মার্কিন সাহিত্যিক রবার্ট কর্মিয়ের সাহিত্যকর্ম মূলতঃ আবর্তিত কিশোরদের(for youngadult) নিয়ে, কিশোরদের ঘিরে। রবার্টেরও খ্যাতি অনেক। তার বই আফটার দ্য ফার্ষ্ট ডেথ অষ্ট্রেলিয়ায় কিশোরদের স্কুলপাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে আমেরিকাতে তার বই স্কুলে ও লাইব্রেরীতে নিষিদ্ধ করার জন্য অভিভাবকরা বাকবিতন্ডা অনেক করেছেন। এ ব্যাপারে কর্মিয়ের(ইনি ৭৫বছর বয়সে ২০০২সালে

মৃত্যু বরন করেন) তার জীবনের শেষ সাক্ষাতকারে বিলাতের 'গার্ডিয়ান'কে বলেন 'আসলে মা-বাবা খবর রাখেননা কিশোরদের জীবনে কি ঘটছে, বা এমন ঘটনা ঘটছে যার বাস্তবতা মেনে নিতে তারা নারাজ, তাই বই নিষেধের আন্দোলন।'
'হাঙ্গর নদী ও গ্রেনেড' এবং 'আফটার দ্য ফার্ষ্ট ডেথ' দু'টোতেই দেশপ্রেম রয়েছে, রয়েছে সাধারন মানুষের অসাধারন বীরোচিত কর্মগাঁথা। তবে এই লেখাতে পুরো বই বিষয়ে আলোকপাত নয়।
শুধু ওইটুকু অংশে আলো ফেলবো যেখানে দেখা যাবে দুই ক্ষেত্রেই আপন আত্মজকে ভয়ংকরের মুখে সপে দিচ্ছেন দু'জন। যেখানে 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেডে' আপন সন্তানকে দখলকৃত, দলিতনিস্পেষিত দেশের মুক্তির জন্য বলিদান পাঠককে আচ্ছন্ন করে শোকাতুর ভালবাসায়, মমতায়, ত্যাগের গর্বমিশ্রিত কান্নায়। 'আফটার দ্য ফার্ষ্ট ডেথে'র ক্ষেত্রে সন্তান বিসর্জন কেমন যেন মেনে নিতে মন সায় দেয়না। কর্মিয়ের চরিত্রের মুখ দিয়ে নিজেই উচ্চারিত করিয়েছেন এক প্রশ্ন 'Isn't the country worth that much dad?'
'হাঙ্গর নদী ও গ্রেনেডে' মূল চরিত্র বুড়ি। এই উপন্যাস লিখিত হয়েছে একটি সত্য ঘটনাকে ভিত্তি করে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে হঠাৎ বাড়ীতে আশ্রয় নেওয়া দুই মুক্তিযোদ্ধাকে দখলদার শত্রুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আপন প্রতিবন্ধী পুত্রকে অস্ত্র হাতে সামনে এগিয়ে দেয় বুড়ি। পরিণতিতে বুড়ির অনেক সাধনা ও দোয়াতাবিজের ফল বোবা, কালা পুত্রটি শত্রুর হাতে প্রাণ হারায়। তবে ঐ সময়ে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত দেশের জন্য দুই মুক্তিযোদ্ধার বেঁচে থাকা ছিল ভীষন জরুরী। বুড়ির ছেলের জীবনের বিনিময়ে দেশের দুই যোদ্ধা দেশেরই স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার জন্য ঐ সময়ে প্রাণে রক্ষা পেলেন। বুড়ি কারও হুকুমে নয়, কোন কৌশলচিন্তা থেকে নয় শুধুমাত্র যোদ্ধাই দেশের তখন প্রয়োজন এই বোধ থেকে আপন হাবাগোবা প্রিয় সন্তানকে উৎসর্গ করে এই মাটিরই জন্য। শুধু ঐ যোদ্ধারা নন, দেশের আপামর মানুষ ঋণী বুড়ি ও তার ছেলের কাছে। মনে হতে পারে বুড়ি কি রকম পাষাণহৃদয় মা। যারা যুদ্ধের ভয়ালরূপ দেখেছেন, তারাই জানেন রক্তের সাগর পাড়ি দিয়ে স্বাধীনতা আনতে কাউকে না কাউকে জীবন দিতেই হয়। অনেক অমূল্যজীবন উৎসর্গ হয় বাকীদের জীবনের নিশ্চয়তা দানের জন্য। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চরম দুঃস্বপ্নের বিষাদগীতি, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পরম গৌরবের অপরূপগাঁথা। আমরা চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ থেকে অস্তিত্ব রক্ষায় প্রাণপাত লড়েছি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বাস্তবেই মায়েরা বুকে পাষাণ বেঁধে কোরানশরীফ মাথায় ছুঁইয়ে সন্তানকে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন। অবচেতনে সেই নিষ্ঠুর সত্যও মা জানতেন যে ছেলে নাও ফিরতে পারে। সেলিনা হোসেনের কলম সেই বাস্তবকেই মর্মস্পর্শী করে এঁকেছে।
রবার্ট কর্মিয়ের ঘটনা দানা বেঁধেছে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটের এক পরিত্যক্ত রেলসেতুর(ব্রীজের) উপর সন্ত্রাসীদের একটি বাস জিম্মি করা নিয়ে। ছোট্ট শিশুদের নিয়ে এক ক্যাম্পগামী প্রায় কিশোরী চালিত জিম্মি বাসটি মুক্ত করার গল্প। জিম্মিকারীরাও বেশীর ভাগ কিশোর। তাদের স্বপ্ন মাতৃভূমির মুক্তি, যে ভূমি পৃথিবীর

কোন একপ্রান্তে পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ, যে ব্যাপারে পৃথিবীর মানুষ নির্লিপ্ত, যা সবার কাছে উপেক্ষিত এক বিষয়। এক জেনারেল(লেখকের বর্ননায় যে নিজে জেনারেল হতে চায়নি) যার দায়িত্ব আমেরিকাকে সন্ত্রাসের ভয়াবহতা থেকে নিরাপদ রাখা, যেভাবেই হউক শিশুসহ বাস মুক্ত করাই যার লক্ষ্য। অনেক পানি গড়ালো। বাসে একটি নিরপরাধ শিশুর মৃত্যুও ঘটলো, সন্ত্রাসীদের একনেতাও অন্যকোথাও যেন ধরা পড়লো। জেনারেল সমঝোতার এক পর্যায়ে আপন কিশোরপুত্রকে সন্ত্রাসীদের কাছে পাঠান। যে বাবা বরাবরই পুত্রের কাছে এক ভীতিকর অস্থিত্ব, সেই বাবাই পুত্রের কাছে আশ্বাস চান 'দেশকে ডুবিওনা, সোনা'। বাবা তার আসল কূটকৌশল আপন কিশোরপুত্রের কাছে লুকিয়েই রাখেন। ছেলের বিদায়ের আগে তার সামনে জেনারেল টেলিফোনে গুরুত্বপূর্ণকিছু শুনার ভান করে প্যাডে তা লিখেন। ভাবটা এমন যাতে ছেলে না দেখে। সতর্কিত অসতর্কতায় ছেলের নজরে আনা হয় ০৯৩০am তথ্যটি। আভাস ছিল আলোচনার মাধ্যমেই বাচ্চাসহ বাসটি সন্ত্রাসীদের কবল থেকে মুক্ত করা হবে। জেনারেল যখন আপন সন্তানকে পাঠানোর প্রস্তাব করেন তখন সন্ত্রাসীদের নেতা বলে 'হয় তুমি মহৎ দেশপ্রেমিক নয় মহা বোকা'। ছেলের কাছে তারা বার বার জানতে চায় আলোচনা না আক্রমণ কোনপথ অনুসরন করবে জেনারেল। সহজসরল নিরপরাধ ছেলেটি কিছুই জানেনা বললো। বলার পর তার উপর প্রয়োগ হয় তথ্য আদায়ের নিষ্ঠুরকৌশল। আঙ্গুলে পেন্সিলের মোচড়ের অসহনীয় কষ্টে অসম্ভব দৃঢ়তা সত্ত্বেও ভেঙ্গে পড়ে ছেলেটি। বাস আটককারী এক কিশোর সন্ত্রাসী অবাক হয়ে দেখে যে জেনারেলের ছেলে ৩০সেকেন্ড সময় পর্যন্ত পেন্সিল মোচড়ানো অত্যাচার সহ্য করছে। অথচ অত্যাচার সহ্য করার ট্রেনিংএ তারা নিজেরাই ৬সেকেন্ডের বেশী সহ্য করতে পারেনি। জেনারেলের ছেলে দেশকে ডুবাতে চায়নি ঠিকই তবে পৈশাচিক অত্যাচারে ভগ্ন, ন্যুজ জেনারেলের ছেলের মাথায় বিদ্যুত চমকের মত ঝলসে উঠে ০৯৩০সংখ্যাটি, তখনি সে বলে আক্রমণ এবং তা হবে সকাল ৯টা ৩০মিনিটে। বোকাছেলে জানতোনা যে বাবা জেনারেল শুধু সন্ত্রাসীদের সাথে খেলছেন তা নয়, নিজ সন্তানকেও সে খেলায় গুটি হিসেবে চেলেছেন তিনি। আক্রমণই ছিল তাদের গোপন উদ্দেশ্য, তবে অপকৌশলে ছেলেকে যে সময় দেখানো হয় তা সঠিক ছিলনা। তাদের ইচ্ছা ছিল সন্ত্রাসীদের একটি সময় জ্ঞাত করিয়ে তার আগেই অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে বাসসহ সবাইকে মুক্ত করা হবে। আপন সন্তানের সাথেও শঠতা। ঐ আক্রমণ আচমকা হলেও শেষ পর্যন্ত জেনারেলের ছেলের প্রাণ রক্ষা হয়নি। সন্ত্রাসীদের হাতে গুলিবিদ্ধ ছেলে ও সাথে জেনারেলও আত্মহত্যা করেন। মৃত্যর পর পিতাপুত্রের আত্মার মাঝে কথোপকথন চলে। তখন ছেলের আত্মাই স্বয়ং আপন পিতাকে ঐ প্রশ্নটি করে।

কেন একমৃত্যু দখলকৃত, নির্যাতিত দেশের গৌরবান্বিত স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীত মহৎ মৃত্যু, আরেক মৃত্যু ব্যথিত প্রশ্ন জাগায় উগ্রপন্থী দমনের নামে সমৃদ্ধ ও ক্ষমতাবান একদেশের কোন এক নিরপরাধ কিশোরকে প্রতারণা করে দেশরক্ষার নামে জোরকরে আত্মত্যাগে পাঠানো সত্যিকার অর্থে প্রয়োজনীয় ছিল কি?